সমকাল

তারিখ 02 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুবিতে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ গুলিতে নেতা নিহত

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ছাত্র নিহতের পর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ইনসেটে নিহত খালিদ সাইফুল্লাহ ■ সমকাল

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুমিল্লা*

নিজেদের কোন্দলে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) খুন হয়েছেন ছাত্রলীগ নেতা খালিদ সাইফুল্লাহ (২২)। তিনি কবি নজরুল ইসলাম হল ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মার্কেটিং বিভাগের সপ্তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শোকাবহ আগস্টের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় তলার হলরুমে তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে একই বিভাগের ষষ্ঠ ব্যাচের ছাত্র বিপ্লব চন্দ্র দাস (২২)। সংঘর্ষের পর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে হল তল্লাশির সময় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীসহ ১০ শিক্ষার্থীকে আটক করে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

কুবিতে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশ জানায়, হত্যা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের আটক করা হয়নি। তাদের সঙ্গে দু'জন বহিরাগতও রয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে ছাত্রলীগের বিবদমান দু'পক্ষ রোববার রাত ১২টার আগে থেকেই ওই হলরুমে একত্রিত হয়। ওইদিন রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিপ্লবের নেতৃত্বে ছয়-সাতজনের একটি গ্রুপ ওই হলরুমে প্রবেশ করে খালিদের ওপর গুলি চালায়। খালিদ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন। এর আগে বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। ঘটনার পর বিপ্লব এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তার ও টেন্ডার নিয়ে ছাত্রলীগের দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এ সময় লোকপ্রশাসন বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী আতিকুর রহমানের ডান হাতের আঙুলে গুলি লাগে। এতে তার তর্জনি উড়ে যায়। আতিক কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে গিয়ে ১০-১২ শিক্ষার্থী-ছাত্রলীগ কর্মী আহত হন। তারা নিজ উদ্যোগে চিকিৎসা নিয়েছেন।

খালিদের বাবা জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, ভোর ৫টার দিকে তারা গুলিবিদ্ধ খালিদকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে (ঢামেক) পৌঁছান। সেখানে নেওয়ার পর ডাক্তার খালিদকে মৃত ঘোষণা করেন। খালিদের বন্ধুদের দাবি, ঢাকা নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।

গতকাল সকালে উপাচার্য প্রফেসর ড. আলী আশরাফের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্রদের বেলা ১১টা ও ছাত্রীদের দুপুর ২টার মধ্যে হলত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক কুণ্ডু গোপী দাসকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– প্রক্টর অধ্যাপক আইনুল হক ও ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা আহসান উল্লাহ। কমিটিকে অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বন্ধ ঘোষণার পর পরই সাধারণ শিক্ষার্থীরা হল ছাড়তে শুরু করেন। সহপাঠী নিহত হওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েন খালিদ সাইফুল্লাহর বন্ধুরা। সহপাঠী হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন তারা।

সকাল সোয়া ১০টার দিকে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনটি আবাসিক হলে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। ঘটনাস্থল বঙ্গবন্ধু হল, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও কবি নজরুল ইসলাম হলে তল্লাশি চালিয়ে একটি পিস্তল ও প্রচুর পরিমাণে দেশি অস্ত্র– দা, ছেনি, কুড়াল, ছুরি, রামদা উদ্ধার করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি নাজমুল হাসান আলিফসহ ১২ জনকে গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মঞ্জুরুল আলম জানান, তাদের মধ্যে ১০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মী। দু'জন বহিরাগত। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাদের গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয় তারা হলেন– সজল, সাব্বির, রুপম, সুদীপ্ত, নূর মোহাম্মদ, আবু বকর সিদ্দিক, জাহেদুল আলম, বায়েজিদ ইসলাম ও রেজাউল ইসলাম মাজেদ। তিনি জানান, জব্দ ধারালো অস্ত্রের সংখ্যা ১৩০টি হবে। বঙ্গবন্ধু হলে তল্লাশির সময় পানির ট্যাঙ্কি থেকে একটি ৭ দশমিক ৬৫ বোরের পিস্তল ও একটি খালি ম্যাগাজিন উদ্ধার করে পুলিশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুজিবুর রহমান জানান, শোকাবহ আগস্টের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মোমবাতি প্রজ্বালনকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত এক ছাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলী আশ্রাফ ভূঁইয়া জানান, সন্ধ্যায় সদর দক্ষিণ থানায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকিউরিটি ইনচার্জ মোশাররফ হোসেন একটি হত্যা মামলা করেছেন। এজাহারে কোনো আসামির নাম উল্লেখ করা হয়নি। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক। কাউকে আটক করা হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়েছে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হল তল্লাশির সময় কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. শাহ আবিদ হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছিলেন।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন ২৫ কোটি টাকার কাজের টেন্ডার নিয়েই খুনের ঘটনা ঘটেছে। বিবদমান এক পক্ষের নেতা ইলিয়াস হোসেন সবুজ জানান, নিহত খালিদ সাইফুল্লাহ তার পক্ষের। তাদের সামনেই বিপ্লব তার ওপর গুলি চালায়। ঘটনার কিছু আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি নাজমুল হাসান আলিফসহ বিপ্লব বঙ্গবন্ধু ছাত্রাবাসের হলরুমে প্রবেশ করে।

এর আগে রোববার ক্যাম্পাসে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেন ইলিয়াস গ্রুপের নেতাকর্মীরা। তারা গত বছরের ২২ জুলাই গঠিত সভাপতি নাজমুল হাসান আলিফ ও সাধারণ সম্পাদক রেজা-ই এলাহীসহ ১০ সদস্যের ছাত্রলীগ কমিটি বাতিলের দাবি জানান। তাদের দাবি, ২২ জুলাই এ কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে কমিটি বিলুপ্ত করা না হলে ধর্মঘটসহ বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়। সভাপতি নাজমুল হাসান আলিফ ও সাধারণ সম্পাদক রেজা-ই এলাহী এক পক্ষে আছেন। সভাপতি পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সমর্থিত। সাধারণ সম্পাদক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক ও বরুড়া আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নাসিমুল আলম চৌধুরী নজরুল সমর্থিত। বিবদমান অন্যপক্ষ ইলিয়াস পরিকল্পনামন্ত্রীর ভাই সদর দক্ষিণ উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম সারওয়ার সমর্থিত বলে জানা গেছে। ইলিয়াসকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেছিল। সে র‍্যাবের হাতে অস্ত্রসহ গ্রেফতার হয়েছিল। বর্তমান সভাপতি নাজমুল হাসান আলিফ অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাকে সভাপতি করা হয়েছে।

দাউদকান্দিতে দাফন সম্পন্ন : দাউদকান্দি প্রতিনিধি জানান, নিহত ছাত্রলীগ নেতা কাজী খালিদ সাইফুল্লাহকে গতকাল বিকেলে দাউদকান্দি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে জানাজা শেষে স্থানীয় ঈদগাহ কবরস্থানে দাফন করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপতালে ময়নাতদন্ত শেষে দাউদকান্দিতে তার লাশ আনা হলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

দাউদকান্দি আদর্শ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও মডেল থানা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা জয়নাল আবেদীনের ছেলে কাজী খালিদ সাইফুল্লাহ। তার জানাজায় ছাত্র-জনতার ঢল নামে। এতে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও প্রক্টর মো. আইনুল হক, সাধারণ সম্পাদক ড. কাজী কামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের যুগ্ম মহাসচিব মেহেদী হাসান, দাউদকান্দি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আবু সালাম মিয়া এবং দাউদকান্দি আদর্শ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।